মাধবীদের ঈশ্বর- ১৩

২২॥

অনেকক্ষণ এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল সামনের রাস্তার দিকে তাই নদী খেয়াল করেনি তার পিছনে ভেরা এসে কখন দাঁড়িয়েছে।
কি দেখ নদী? কারো জন্য অপেক্ষা করছো?
ভেরার আচমকা প্রশ্ন শুনে চমকে পিছন ফিরে তাকায় ।
কিছু দেখি না। এমনি। দুরের রাস্তা দেখতে আমার ভালো লাগে। বিশেষ করে বিকেলের দিকে।
কথা গুলো বলে হাসে নদী। ভেরা কি বুঝে সেই জানে। মাথা নাড়ে মৃদু।
আজ কেমন চুপচাপ লাগছে সব তাই না?
হা। বেড়াতে যাবার বেলা মেয়েগুলোর আনন্দ দেখেছ?
ভেরার কথায় সায় দেয় নদী।
আজ দুপুর বেলা বড় ক্লাসের মেয়েরা বাসে চড়ে বেড়াতে গেছে স্থানীয় দর্শনীয় জায়গাগুলোতে। সংগে জুলিয়ানা, ঝুমুর সহ আরও কয়েকজন স্থানীয় শিক্ষক। নদীর খুব যেতে ইচ্ছে করছিল। জুলিয়ানার জন্যই তার যাওয়া হলো না। বলেছেন সবার গিয়ে কাজ নেই। তুমি বরং আজ বিশ্রাম নাও।
নদী উত্তরে কিছু বলেনি।
সকালের দুটো ক্লাস নিয়ে স্কুল ছুটি দেওয়া হয়েছে। মেয়েগুলো হৈ হল্লা করে চলে যাবার পর রুমে ফিরে অনেকক্ষণ শুয়ে ছিল সে। শুয়ে শুয়ে আকাশ-পাতাল ভাবছিল।

গতকাল ঝুমুর সকাল থেকে সারাদিন বাইরে ছিলেন। ফিরেছেন সন্ধার দিকে। ফিরেই রুমের দরজা বন্ধ করে রেখেছিলেন অনেক রাত পর্যন্ত। জুলিয়ানা একবার তার রুমে এসে টুকটাক কিছু কথা বলে ফিরে গেছেন। নদীর মনে হচ্ছিল তিনি কিছু বলতে চান। সে নিজে থেকে কিছু অবশ্য জিজ্ঞেস করেনি। তবে সে জুলিয়ানার মনোভাব কিছুটা ধরতে পারছে। ঝুমুরের এই তালহীন আচরণ নিয়ে তাকে খানিকটা বিরক্ত মনে হচ্ছে। এতদিন বেশ চলছিল সব। রুটিন মাফিক। এখন প্রায়ই ছন্দ কেটে যাচ্ছে। ঝুমুরের আচরণই যে তার মূল কারণ তা সবাই মনে মনে বুঝলেও মুখে কেউ কিছুই বলছে না।

তার সাথেও ঝুমুরের কথা নেই পরশু রাতের পর থেকে। আজ সকাল বেলা বাস ছেড়ে যাবার সময় সামান্য হেসে হাত নেড়েছেন। যতখানি না করলেই নয়। মুখটা কি একটু ফোলা ফোলা ছিল ! কি জানি। হয়ত চোখের ভুল।

নদীর ভিতর অদ্ভুত এক বিষন্নতা ছায়া ফেলে। নিজেকে এমন একা অনেকদিন লাগেনি।

তোমার মন কি খুব খারাপ?

ভেরার কথায় বাস্তবে ফিরে সে।
চোখ যে কেন ছলছল করে ! হাসে নদী।

ভেরার পক্ষে এমন চুপচাপ থাকা সত্যি আশ্চর্যের । নদীর ঠিক পিছনেই সে বসে আছে। এতক্ষণ তেমন করে খেয়াল করেনি। তাকিয়ে দেখে ভেরার চোখ মুখ মলিন - বসার ভঙ্গিতে অসহায় ভাবটা প্রকট। নদী অবাক হয়।

কি ব্যাপার ভেরা ? তোমাকে এমন লাগছে কেন ? মন তো মনে হচ্ছে তোমারই খারাপ।
প্রথমে কিছু বলতে না চাইলেও নদীর কন্ঠে আন্তরিকতার আভাস পেয়ে ধরা গলায় বলে,

ছেলেকে কাল রাতে স্বপ্নে দেখেছি জানো? একটা গাছের নীচে শুয়ে আছে একা। গাছটার তলায় কোন ছায়া নেই । পাতা শুন্য একটা কুশ্রী গাছ !
কথাগুলো বলে ভেরা দুর আকাশে তাকিয়ে থাকে।
তাতে এতো মন খারাপের কি আছে ? কত ধরণের স্বপ্নই তো আমরা দেখি ।
ভেরা অদ্ভুত চোখে তাকে দেখে। নদীর মনে হয় সে দৃষ্টি আসলে তার দিকে না। তাকে ভেদ করে বহুদূরে কোথাও হারিয়ে গেছে।

অনেকক্ষণ দুজনেই চুপচাপ থাকার পর ভেরা বলে উঠে
আসলে আমরা কেউই অন্যেরটা বুঝি না। এই দেখনা, জুলিয়ানা,ঝুমুর তারা সবাই নিজেরটা নিয়েই আছে !
নদী কি বলবে ভেবে পায় না। কষ্টের মধ্যেও সারাক্ষন হাসি ঠাট্টায় মজে থাকে যে তার মুখে এমন ভারী কথা কেমন বেমানান লাগে। অবশ্য এরকম বেমানান কথা সে মাঝে মধ্যেই বলে। নিজের জীবন থেকে শেখা কথা ।
নদী তারপরও এই মুহূর্ত্যে ভেরার মুখে জুলিয়ানা বা ঝুমুরের নামে কিছু শুনতে প্রস্তত ছিল না।
তার চেহারার রেখাগুলোয় এক ধরনের কাঠিন্য ভাব ফুটে উঠে। বলে,
ভেরা ! তোমার যেমন সমস্যা আছে জুলিয়ানা, ঝুমুরদের দের ও সমস্যা কিছু কম নয় ! তাঁরাও যার যার জীবন পিছনে ফেলে এখানে এসেছেন। তাদেরও হাজার মানসিক টানাপোড়েনের ভিতর যেতে হয়, যেতে হচ্ছে !
ভেরা হাসে।
রাগ করেছ? তোমার চেহারা কেমন শক্ত লাগছে।
নদী চুপ করে থাকে।
আমি আসলে তাঁদের নামে কিছু বলছি না। বলছিলাম তোমাদের সামনে অনেকগুলো পথ আছে - তোমরা একটা পছন্দ না হলে অন্যটা বেছে নিতে পারো । আমাদের কি সে ক্ষমতা আছে? আমার কথা বাদ দাও। এই যে এখানে থাকে এতগুলো মেয়ে তাদের আজ রাস্তায় ছেড়ে দাও। দেখ, তাদের পথ কোথায় গিয়ে শেষ হয় !

নদী চমকায় কথাটা শুনে। এমন করে সে ভাবেনি। উঠে গিয়ে ভেরার হাত ধরে বলে
তোমার কি মনে হয়, এমনটা কখনও হতে পারে ?

রাত নয়টার দিকে মেয়েদের নিয়ে বাস এসে থামে হোমের সামনে। জুলিয়ানার গলা শুনা যাচ্ছে। মেয়েদের সাবধানে নামতে বলছেন। নদী চেয়ারে হেলান দিয়ে নিনিয়ান স্মার্টের দি ওয়ার্লড'স রিলিজিয়ন বইটি পড়ছিল আর মতামত লিখছিল নিজের মত করে। তিন সপ্তাহ আগে আরও দুটি বইয়ের সাথে এই বইটিও আনিয়েছে ঝুমুরকে দিয়ে। বই পড়ে মন্তব্য লিখা তার পুরোনো অভ্যাস। অনেকদিন পর তিনটি বই এক সাথে হাতে পেয়ে একটু একটু করে পড়বে বলে ঠিক করেছে। লন্ডনে যখন ছিল প্রায় প্রতিমাসে কিছু না কিছু বই কেনা হতো। বেষ্ট সেলারের প্রতি তার আগ্রহ বরাবরই একটু কম। ফয়েল'স এ মাসে দু তিনবার ঢু মারাও ছিল একটা নেশার মত। বইগুলো ঘন্টার পর ঘন্টা নেড়ে চেড়ে দেখতেও কি অদ্ভুত রোমাঞ্চ জাগে।
এখানে সে সবের বালাই নেই। একদিন একটা বুকশপে গিয়েছিল নতুন বইয়ের সাথে এই পর্যন্তই সম্পর্ক ঘটেছে। আসলে দিন গুলো একটা ঘোরের মধ্যে চলে যাচ্ছে। এখনও তেমন কোথাও যাওয়া হয়নি। মাঝে মাঝে বিকেলে একটু আশ পাশটা ঘুরে দেখা।
ব্যাস,এইটুকুই।

ডাইরীর খোলা পাতায় নিজের লেখা শেষ লাইনটার দিকে চোখ পরে।

''এই হোম ও তার বাসিন্দারা স্মার্টের ডাইমেনশন গুলোর কোনটিতে পরে ? পৃথিবীর কত লক্ষ কোটি মানুষ গোত্রের বাইরে অবস্থান করে। তাদের হিসেব কোথাও নেই। আমার নিজের অবস্থানটাই বা কোথায়'' ? লাইনগুলো পড়ে বিকেলে বলা ভেরার কথাটা আবার মনে পরে যায়। মেয়েগুলোকে রাস্তায় ছেড়ে দিয়ে দেখ ওদের জীবন কোথায় গিয়ে শেষ হয় ! সত্যিই তো । ওদের ধর্মটা কি? তার অবয়বই বা ঠিক কেমন ? এক সূত্রে গেঁথে ফেলা কি এতই সহজ !

মেয়েদের উদ্দেশ্যে জুলিয়ানার সাবধান বাণী শুনে বইটি বিছানার উপর রেখে দ্রুত রুম থেকে বেরিয়ে লম্বা টানা বারান্দায় এসে দাঁড়ায়। সবাই ততক্ষণে বাস খালি করে নেমে পরেছে। নদীর চোখ একজনকেই খোঁজছে। জুলিয়ানাকে দেখা যাচ্ছে সবার আগে আগে মেয়েদেরকে নিয়ে হেঁটে আসছেন। ওরা বেড়ানোর উত্তেজনা ধরে রাখতে পারছে না যেন। আশে পাশে, চারিদিকে, ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিচ্ছে তার রেশ। নদী বারান্দা থেমে নেমে পরে।

সবার পিছনে তাকিয়ে কেন যে তার মনটা ভালো হয়ে যায় !
ঝুমুরকে বেশ হাসি খুশীই মনে হচ্ছে। পেছনের মেয়েদের সাথে কি সব বলতে বলতে এগুচ্ছেন। কথা শুনা না গেলেও আনন্দের রেশ বেশ ভালোই টের পাওয়া যাচ্ছে।

সে নেমে গিয়ে জুলিয়ানাকে বলে
মনে হচ্ছে খুব মজা হয়েছে।
হা। খুব। আবার যাবো। এবার অন্য কোথাও। তখন তুমিও যাবে।
জুলিয়ানার আশ্বাসবাণী শুনে হাসে নদী।
জুলিয়ানা মেয়েদের যার যার রুমে গিয়ে বিশ্রাম নিতে বলে নিজের রুমের দিকে হাঁটা দেন। নদী দাঁড়িয়ে থাকে। অন্য শিক্ষকরা বাস থেকে নেমে যে যার বাড়ির দিকে চলে যাচ্ছেন। তাদের কেউই হোমে থাকেন না। প্রায় সবার আস্তানাই পাঁচ দশ মিনিটের হাঁটা

পথ।
ঝুমুর সামনে আসতেই সে হেসে হাল্কা গলায় বলে
আমাকে নিলেও পারতেন ঝুমুরদি। কেমন যেন নিজেকে একা লাগছিল।
বারান্দায় উঠতে উঠতে ঝুমুর পালটা প্রশ্ন করেন
গেলে না কেন?
নদী খানিকটা আবাক হয় প্রশ্নের ধরণ দেখে।
জুলিয়ানা আমাকে বলেছিলেন বিশ্রাম নিতে তাই যাওয়া হয় নি।
ঝুমুর হেসে বলেন
বিশ্রাম ভালো হয়নি ?
সারাক্ষণ তো প্রায় বিশ্রামের মধ্যেই আছি। মেয়েদের পড়ানো এমন কিছু পরিশ্রমের কাজ নয়। সারা বিকেল বারান্দায় বসেছিলাম। দুরের পথ আর আকাশ দেখেছি বসে বসে ।
কারো অপেক্ষায় ছিলে ?
অপেক্ষা ! কার ?
ঝুমুর রুমের ভিতর যেতে যেতে বলেন
তুমিই বলো ! আমি কি করে জানবো ?
ঝুমুর ভিতরে ঢুকে নদীকে আহ্বান করেন
আসো ভিতরে আসো।
এখন থাক। আপনি রেষ্ট নেন। কাল কথা হবে।
ফিরে যেতে গিয়েও দাঁড়িয়ে পরে নদী।
আমি কারো জন্য অপেক্ষায় ছিলাম না ঝুমুরদি !

কেউ কারো দিকে তাকান না। ঝুমুর শুধু শুনেন, বলেন না কিছুই।

নদী খানিকটা এলোমেলো পায়ে নিজের রুমের দিকে রওয়ানা হয়। নিজের উপর এতো বিরক্ত হয়নি কখনও এর আগে। ঝুমুরদি বদলে গেলেন ! এতটাই ? এই তো মাত্র কটা দিন ! সব কিছু যেমন ছিল তেমনি আছে। একটা মাত্র মানুষ তাদের ভিতর এত কিছু ঘটিয়ে চলেছে নীরবে ! নিজে হয়ত জানেও না কিছু। কত বড় ঘুন পোকা সে ! নিজেদের গড়া দেওয়াল গুলো কি এতই পলকা ছিল তবে । ঝুরঝুর করে ঝরে পরছে সব একে একে। মাত্রই তো কয়েকটা মাস। ঝুমুর তো জুলিয়ানার সাথে অনেকদিন ধরেই জড়িত আছেন। এতদিন সব মসৃন ভাবে চলল কি করে তাহলে ? সে তাদের দলে যোগ দিতে না দিতেই কি এত দ্রুত সব বদলাতে শুরু করেছে ! একটা কথা মনে পরে গেলো। সোয়াসে পড়ার কালে একদিন রীনা বলেছিল,
তুই কেমন যেন নদী।
কেমন যেন মানে?
রাগ করিস না একটা সত্যি কথা বলি ?
বল।
তুই একটা ঝড় !
ঝড় !
ওই আর কি । হাসে রীনা।

মানেটা কি ? রীনা বুঝে নদী রেগে যাচ্ছে, বলে,
তোকে দেখলে আমার এই উপমা মনে পরে যায়।
কথাটা বলে এমন ভাবে হাসে যেন কিছুই বলে নি।
নদী কটমট করে তাকিয়ে থেকেছিল অনেকক্ষণ।

সেই কতকাল আগে রীনার বলা শব্দটা কেন যে এমন করে মনে পরে গেল। সত্যি কি তার সাথে এই শব্দের কোন সম্পর্ক আছে !

বিছানায় শুতে গিয়েও শুয়া হয় না। ভেরা এসে ঢুকে হন্তদন্ত হয়ে।
কি ব্যাপার ভেরা?
আমাকে একটা চিঠি লেখে দেবে? খুব দরকার।
এখন? কাকে লিখবে?
এখন না হলেও চলবে। আমি কাজ শেষ করে পরে আসব। এখনই তো ডিনার দিতে হবে। দেরী হয়ে গেছে এমনিতেই।
একটা খাম এগিয়ে দিয়ে বলে এটা এখন তোমার কাছে রাখ। এই চিঠিরই উত্তর লিখতে হবে।
ওহ। কার চিঠি ?
ভেরা উত্তর দেয় না। তার চেহারায় সংকোচের আভা খেলে যায়।
আমি যাই। পরে বলব।

নদী খামটি হাতে নিয়ে ড্রয়ারে রাখতে গিয়েও খুলে দেখার কৌতুহল দমন করতে পারে না। একটু পরই তো পড়তে হবে ভেবে বিছানায় বসে চিঠি বের করে।
নদী অবাক হয়ে দেখে একটি প্রেমপত্র !

চলবে॥